দৈনিক ইত্তেফাক

20 JUN 2008

২০ ... ৮

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা-৩

অতিরিক্ত শিক্ষকের ছড়াছড়ি বছরে গচ্চা ৬শ কোটি টাকা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশতেই এখন অতিরিক্ত শিক্ষকের ছড়াছড়ি। কাজ নেই, অথচ মাসে মাসে বেতন নিচ্ছেন তারা। এ ধরনের অতিরিক্ত শিক্ষকের বেতন বাবদ প্রতিমাসে গড়ে ৫০ কোটি টাকা হিসাবে প্রতিবছর সরকারের গচ্চা যাচ্ছে অন্তত ৬শ' কোটি টাকা।

সরকারের শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) থেকে পাওয়া তথ্য হলো, দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গড়ে ২৩ শতাংশেরও বেশি শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে নিয়মবহির্ভূত প্রক্রিয়ায়। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) মতে এই সংখ্যা ৩০ শতাংশেরও বেশি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন থেকে শুরু করে স্বীকৃতি প্রাপ্তি, স্বীকৃতি নবায়ন, শিক্ষক নিয়োগ, পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষক-কর্মচারিদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ লাভের জন্য সুনির্দিষ্ট (১৯শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

(২০শ পৃঃ পর)

নীতিমালা থাকলেও অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা মানছে না। বিধিবহির্ভূত পদ্ধতিতে নিয়োগ পেয়ে অনেক শিক্ষকও জড়িয়ে পড়েছেন নানা অনিয়মের সঙ্গে। সরকারি এক জরিপে দেখানো হয়েছে, দেশের ৩৭২ টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে, ৯৪৮ টি মাধ্যমিক শিক্ষা স্কুলে, ২৬২ টি দাখিল মাদ্রাসায়, ৩৩ টি সিনিয়র মাদ্রাসায়, ৭৯৭টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ১৮১টি ডিগ্রী কলেজে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে ন্যূনতম শিক্ষার্থী নেই। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে।

বিভিন্ন সময় সরকারি তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি বা ব্যবস্থাপনা কমিটি টাকার বিনিময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যমান নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়নি। মাউশির এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া এসব অতিরিক্ত শিক্ষকের চাকরি এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা অধিদপ্তরও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি।

শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, রাজধানীর মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানার নিয়োগ পরীক্ষার সময় তিনি ছাড়া আর কোন প্রার্থী ছিলেন না। একক প্রার্থী হিসাবে তিনি নিয়োগ পেয়েছেন। অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ পরীক্ষায় একক প্রার্থী থাকলে তাকে নিয়োগের কোনো সুযোগ নেই। উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজে পাবার জন্য প্রয়োজনে তিনবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার কথা বলা রয়েছে নীতিমালায়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক তদন্তে এ অনিয়ম ধরা পড়ে। যদিও রহস্যজনক কারণে মাউশি অধিদপ্তর এ অনিয়মের বিষয়টি আমলে না নিয়ে উল্টো তাকে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব প্রদানের পক্ষে সুপারিশ করে। সে অনুযায়ী তিনি অধ্যক্ষ হন।

রাজধানীর পুরানা পল্টন গার্লস কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩৯ জন। অথচ প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক রয়েছেন ২৬ জন। রাজধানী ডেমরা এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বর্ণমালা মাধ্যমিক স্কুলে ৬৯ জন অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে বলে জানা গেছে। একইভাবে ফরিদপুরের আড়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ জন, নেত্রকোনার খলিয়াজুরী কলেজে ৫ জন, মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি স্কুল এ্যান্ড কলেজে ৫ জন এবং নারায়ণগঞ্জ কলেজে ৪০ জন অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছেন। ব্যানবেইজের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, দিনাজপুর জেলার ২৬০টি কলেজে, রংপুরে ২৯০, চট্টগ্রামে ২০৬, পিরোজপুরে ২৭১, কুমিল্লায় ১৯৩, ময়মনসিংহে ২১৬, টাঙ্গাইলে ২১০, যশোরে ২৩৭, বগুড়ায় ২০২, কুড়িগ্রামে ২৪১ ও রাজশাহীর ২০৬টি কলেজসহ দেশের প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ২০০২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৬ হাজার ৬০২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান চালায়। এরমধ্যে ৯৮ ভাগ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই রয়েছে নানা অনিয়মের অভিযোগ এবং ৯০ ভাগ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারি।

ব্যানবেইজের একজন কর্মকর্তা জানান, বিদ্যামান নীতিমালা অনুসারে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা হবে প্রধান শিক্ষক সহ ৫ জন। অতিরিক্ত হিসাবে কৃষি শিক্ষকের ১ টি পদ রয়েছে। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপে দেখা গেছে যে, ১ হাজার ১৩৭টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় এ নিয়ম মানছে না। একইভাবে নীতিমালা অনুসারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষক ও কম্পিউটার শিক্ষকসহ মোট শিক্ষকের সংখ্যা হবে ১১ জন। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য আরও ৩ জন শাখা শিক্ষক থাকবেন। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ নীতিমালা উপেক্ষিত।

বিষয়টি নিয়ে ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, রাজনৈতিক কারণে এতদিন এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায়নি। নীতিমালা বহির্ভূতভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের এমপিও স্থগিতের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। তাছাড়া এ ধরণের অনিয়মের পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার উপায় নিয়েও চিন্তা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।